Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 76–82
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

এক দশক অন্য বলিউড : ধর্ম ও সন্ত্রাসের বিপক্ষে

ড. নবনীতা বসুহক
সহযোগী অধ্যাপক, চিত্তরঞ্জন কলেজ
ই-মেইল: nabanitabasuh@gmail.com

Keyword

Abstract

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

'বলিউড' সিনেমার দুনিয়ায় সকলে আদর করে ডাকে বোম্বে নির্মিত হিন্দি সিনেমার জন্মস্থানকে। বলিউড সিনেমায় ধর্মের সন্ত্রাসের বিপক্ষে, বিশেষজ্ঞর মত সমস্যাগুলো দেখাতে চেষ্টা করছে! দেখাতে চাইছে মানবতার কথা, আর্টিকেল ১৫'র সমতার কথা, সংবিধানের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা। আর হিন্দু-মুসলিম ঘৃণা তৈরির মূল কারণ অনুসন্ধান করে চলেছে! ভারতে দু"দশক জুড়ে সূক্ষ্ম সুপ্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হয়েছে। যা ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র। এই মনোভাব আমেরিকার একচেটিয়া শাসনের মতোই গোটা বিশ্বে স্থাপন করা হয়েছে। ধর্ম একটা পর্দা। যার মোড়কে রাষ্ট্র মানুষ নয়, নিছক ধর্মীয় মানুষ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে।যখন থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম উদ্ভব হয়েছে, তখন একেশ্বরবাদ থেকে বহুশ্বরবাদ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ক্রুসেড হয়েছে, ইউরোপে বারবার।সারা বিশ্ব এখন আধুনিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত। তবু ও বিশ্বের কিছু রাষ্ট্র এবং ভারতও হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টিতে তৎপর। রাষ্ট্র সমস্ত সমস্যা থেকে মানুষের চোখকে দূরে সরিয়ে রেখে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর সমস্যাকে সমানে উস্কানি দিয়ে চলেছে। অথচ সৎভাবের জায়গাগুলো যেন মরীচিকার মত সেগুলোকে সামনে আনা হচ্ছে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মাই নেম ইজ খান

এই সিনেমাতে অ্যাসপারজিয়ার শিকার রিজওয়ান। সন্তান তার মারা যায় স্কুলে বুলি তে। ঘটে যায় নয় এগারোর ঘটনা। সারা বিশ্ব যখন সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করে মুসলমানদের সেইখানে রিজওয়ান ওবামার সঙ্গে দেখা করে জানায়, নট মি। অর্থাৎ মুসলমান মানেই খারাপ লোক নয়। স্ত্রীর প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা দগ্ধ। একদিকে পুত্র বিয়ের, অন্যদিকে উদ্ভ্রান্ত ভারাক্রান্ত গণহত্যার স্বামী। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওবামার কাছে তাদের দেখা হয়। একটা ইচ্ছে, একটা ভারসাম্য যুক্ত বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জোরালো যুক্তিতে।

তৃতীয় অধ্যায় : শাহীদ

খুন হয়ে যাওয়া এক উঠিলেন জীবন নিয়ে গড়ে ওঠার এই সিনেমাটা শাহীদ একদা বিনা অপরাধে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে জেলে যায়। জেল থেকে ফিরে সে আইন নিয়ে পড়ে ও মূল ঘটনার তদন্তে নামে। সে সবকিছু যখন বুঝতে পারে, সমস্যার প্রান্তে এসে উপস্থিত হাজির করার জায়গাতে, তখন একরাতে খুন করা হয় তাকে। যদিও তার কাজের আদর্শ,

অন্যায় চক্র ধরার কৌশল কোর্ট কেস, ততদিনে জনসমক্ষে একটা গভীর রেখা টেনেছে। এইখানেই তার জয়, মরে গেলেও।

চতুর্থ অধ্যায় : পিকে

এ এক অদ্ভুত রসায়ন। ভিন্ন গ্রহের মানুষ জাত পাত ধর্ম বর্ণ চিনে। ভদ্র হয়। ক্রমশ সে সমাজের গুরুবাদ, ঈশ্বর, পুজো, মন্দির মসজিদ ইত্যাদি বিষয়ে বুঝতে পারে এবং তার প্রেমিকা যে একদা লন্ডনে থাকত, তাকে গুরুদেব বুঝিয়ে দিয়েছিল যে মুসলিম ছেলেটিকে।

পঞ্চম অধ্যায় : আর্টিকেল ফিফটিন

এই সিনেমাতে একেবারেই ভারতের ভোট কেনার চক্রটি উঠে এসেছে। সৎ পুলিশ অফিসার একা দক্ষ হাতে সবটা সামলাতে থাকে। তারপর দেখে মূল কাঠামোর মধ্যে ভেজাল সহকর্মীদের। যারা নানা ভাবে দুর্নীতি কেনে। তাদের জন্য গুলিয়ে যায় সব। ভন্ড মহন্তজী, যে নাকি ভোট রাজনীতি বোঝে, উন্মোচিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার

বলিউডের পরিচালকের এই চারটে ছবি নির্মাণে ভারতের সন্ত্রাস বাদ, জাত ধর্ম, ভোটারের বিষন্নতা, গুন্ডাবাজির চিত্র তুলে ধরে সঠিক যথাযথ সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছে।

Discussion

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

'বলিউড' সিনেমার দুনিয়ায় সকলে আঁদর করে ডাকে বোম্বে নির্মিত হিন্দি সিনেমার জন্মস্থানকে। বলিউড সিনেমায় ধর্মের সন্ত্রাসের বিপক্ষে, বিশেষজ্ঞর মত সমস্যাগুলো দেখাতে চেষ্টা করছে! দেখাতে চাইছে মানবতার কথা, আর্টিকেল ১৫'র সমতার কথা, সংবিধানের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা। আর হিন্দু-মুসলিম ঘৃণা তৈরির মূল কারণ অনুসন্ধান করে চলেছে! ভারতে দু"দশক জুড়ে সূক্ষ্ম সুপ্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হয়েছে। যা ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র। এই মনোভাব আমেরিকার একচেটিয়া শাসনের মতোই গোটা বিশ্বে স্থাপন করা হয়েছে। ধর্ম একটা পর্দা। যার মোড়কে রাষ্ট্র মানুষ নয়, নিছক ধর্মীয় মানুষ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। যখন থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম উদ্ভব হয়েছে, তখন একেশ্বরবাদ থেকে বহুশ্বরবাদ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ক্রুসেড হয়েছে, ইউরোপে বারবার। সারা বিশ্ব এখন আধুনিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত। তবু ও বিশ্বের কিছু রাষ্ট্র এবং ভারতও হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টিতে তৎপর। রাষ্ট্র সমস্ত সমস্যা থেকে মানুষের চোখকে দূরে সরিয়ে রেখে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর সমস্যাকে সমানে উস্কানি দিয়ে চলেছে। অথচ সৎভাবের জায়গাগুলো যেন মরীচিকার মত সেগুলোকে সামনে আনা হচ্ছে না।

একদা অবিভক্ত ভারত ১৯৪৭ ও ১৯৭১ পর যেন ক্রমাগত 'হিন্দুর দেশে' পরিণত হচ্ছে। এবং ভারতের কাছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যেন 'মুসলমানের দেশে' পরিণত হচ্ছে। সব ভারতীয় কাছে নয়, কিছু ভারতীর চোখে, দৃষ্টিভঙ্গিতে ও স্থায়ী মগজে, বিশ্বাসে।রাষ্ট্র যখন প্রায় যুদ্ধবাজের ভূমিকায় বিগত এক দশক ধরে আশ্চর্যভাবে বেশকিছু বলিউড সিনেমা সাহস করে ধর্ম ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্যামেরা ধরেছেন। প্রযোজক-পরিচালক সকলেই প্রায় হিন্দু এসব সিনেমার মূল কথা একটাই— সামাজিক ন্যায়, ধর্মীয় ন্যায় ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। সম্প্রীতি নিয়ে বলিউডে তৈরি সিনেমা অনেক-পঙ্কজ কাপুরের ধর্ম, ইশাকজাদে, উর্দু ভাষায় আশ্বাস, ধর্ম প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মাই নেম ইজ খান – মূল অংশের সঙ্গে মেলবন্ধন

নায়ক রিজওয়ান ক্যালিফোর্নিয়াবাসী। তার স্ত্রী মন্দিরা। মন্দিরা বিধবা। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নকার বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করেছিলেন তখন একদল কট্টরপন্থী রে রে করে উঠেছিল। 'নীলদর্পণ' যার দর্শকসংখ্যা ছাপিয়ে গেছিল সাধারণ রঙ্গালয়ে; প্রথম পাবলিক থিয়েটার বলেও— সেই নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ভদ্রেতর একটি চরিত্র আদুরীর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে নিয়েছিলেন, ছিঃ ছিঃ, যে সাগর ন্যাড়ের বিয়ে দেয়।[১] বিধবাবিবাহ কিন্তু

মুসলমান সমাজে ছিল। সেই সমাজের ছেলে রিজওয়ান সহজেই মন্দিরাকে সন্তান সহ বিয়ে করতে পেরেছে। কিন্তু মন্দিরা হিন্দু। বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ সালে 'বিধবা বিবাহ প্রবন্ধে লিখেছিলেন, পতি তনুদেশ হইলে, মরিলে, সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে নারীদিগের জন্য অন্য পতি বিহিত আছে।[২] কিন্তু ৯/১১-এর ঘটনায় পরিচালক এবার রিজওয়ানের চলাকে শ্লথ করে দিলেন। এই ঘটনার প্রভাব পড়ে তার পরিবারে। মন্দিরা র ছেলে স্কুলে পড়ত। ৯/১১ পর স্কুলে প্রিয় বন্ধু দূরে সরে যায়। জোর করে মিশতে গেলে গান সুট করা হয় তাকে। মন্দিরা তাকে জানায় সে মুসলমানকে বিয়ে করেছেল বলেই ছেলেকে হারাতে হল। ধূসর প্রান্তরের ভেতর একমুখী ও শ্লথ, একক যাত্রা, বা জার্নি শুরু হয় তার। সেই জার্নিটা আর কিছুই নয়। আত্মপরিচয়ের সংকটে, রিজওয়ান সমস্তের স্রোতে, মূল স্রোতের সঙ্গে মিলতে চায়। 'মুসলমান' নামে যে বিচ্ছিন্নতা, তাকে অতিক্রম করা। বিস্ফোরণের পরই মুসলমানকে সন্দেহের চোখে দেখা থেকে সরিয়ে রাখা। সে গাড়ি সারিয়ে কিছুটা রোজগার করে এবং প্ল্যাকার্ডে লেখে : রিপেয়ার এভ্রিথিং। সন্তানের মৃত্যুর পর মন্দিরা আর্তনাদ করেছিল এবং রিজওয়ানকে জানিয়েছিল, চলে যেতে! শান্ত হয়ে এ সে জানায়েছিল, যদি সে প্রমাণ করতে পারে প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে, খান মাত্রই টেররিস্ট নয়, তবেই একসঙ্গে হবে! কারণ যে কোনও বিস্ফোরণের পরই মুসলমান সমাজের সবাইকে 'টেররিস্ট' ভাবা হয়! বুশের কাছে দূর থেকে এ কথা বলতে গেলে ভুল বুঝে আলকায়দা টেররিস্ট ভেবে তাকে সত্যি জেলবন্দি করা হয়। ছাড়া পাওয়ার পর তার আবার জার্নি শুরু হয়।

শাহরুখ খান অভিনীত রিজওয়ান অ্যাসপারজিয়ার (সামাজিক মেলামেশায় অসুবিধা ও সামাজিক দক্ষতা কম নিয়ে জন্মায়) শিকার। অথচ এই রোগ নিয়েই সে এগিয়ে যায়। এয়ারপোর্ট, বাস সর্বত্র সে বলতে চায়, মাই নেম ইজ খান, আই অ্যাম নট আ টেররিস্ট। এইসব কথায় চমকায় হোটেল মালিক। এয়ারপোর্টে তার পাসপোর্ট তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয় কিছু আছে কী না! আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে সে বেরোতে চায়— ত্রাণকাজে অংশ নেয়। জলে ভেসে যাওয়া যারা ঠিক কোনও ধর্মেরই নয়, ডুবে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার করে! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে নজরুলের কবিতা যিনি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার-এ লিখছেন,

"হিন্দু না ওরা মুসলিম
ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারি বল,ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোর মার।" [৩]

রিজওয়ান ছোট থেকে তার মা'র কাছে দু'রকমের মানুষের সন্ধান পেয়েছে, ভালো আর খারাপ। বিজওয়ান নামাজ পড়ে। খাঁটি মুসলমানের ধর্মে কতগুলো নির্দেশ আছে— ১. গুরুতর পাপ না করা; ২. রাগ হলে তার প্রশমন ও তজ্জনিত ক্ষমা প্রদর্শন; ৩. নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কাজ করা।[৪]

রিজওয়ানের দুটো ভয়, মন্দিরাকে হারিয়ে ফেলার, মুসলমানের মানেই যে সন্ত্রাসবাদী তা প্রমাণ হয়ে যাওয়া। সে একথা বারবার বিশ্বাস করে বলে, যেমন সে জানে সে বুদ্ধিমান কিন্তু ভালো লোক।মুসলমান সমাজ মানেই যে সন্ত্রাসবাদী নয়, অ্যাস্পারজিয়ার পেশেন্ট রিজওয়ান সবাইকে বোঝাতে থাকে। সে অতিক্রম করে একাকিত্বকে, মুসলিম মানেই সন্ত্রাসবাদী নয়-এই ধারণাকে এবং মন্দিরাকে হারিয়ে ফেলার ভয়কে। সকলের সঙ্গে চলে সে ক্রমশ একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ হয়ে ওঠে ওবামাকে জানানোর পর। ওবামাকে জানানো মানেই গোটা দুনিয়াকে জানানো। গোটা দুনিয়ায় যে কোন বিস্ফোরণের পেছনে মুসলিমের হাত আছে, ঠিক এই জায়গাটার ভুল ধারণাকে ভাঙতে চেয়েছে সে। সে জানাতে চেয়েছে সকল মুসলিম খারাপ নয়, যেমন সে নয়। যে বলিউড বোরখা পরা মেয়ে আর টুপি মাথায় ছেলেকে দেখিয়ে মুসলমান সম্পর্কে ধারণা পুঞ্জিভূত করা হয় সেখানে অ্যাস্পারজিয়ার পেশেন্ট, সামাজিক বিকাশ যার সমস্যা আছে সেই এগিয়ে এসে সমস্যা জানায়। 'ব্লাক ফ্রাইডে' সিনেমায়, সন্ত্রাসবাদী রা সকলেই মুসলমান। এরকম চলচ্চিত্র অজস্র, অসংখ্য। ঠিক সেই জায়গাটায় কুঠারাঘাত করেছে রিজওয়ান খান।[৫]

তৃতীয় অধ্যায় : শাহিদ —সমান অধিকারের দাবিতে

কোরান (ধর্মগ্রন্থ) বলা হয়েছে— ১. ভীষণ বিপদে ধৈর্য্য ধারণ ও আত্মরক্ষা। ২. অন্যের উপকার করা।[৬]

শাহিদ একসময় মিথ্যে অজুহাতে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত হয়েছিল। জেলে সে বই পড়ত শতরঞ্জও খেলত। সে বোঝে মুসলমান বলেই ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার সে। আসলে এসব শতরঞ্জ খেলা।পাল্টা চাল তাকেও দিতে হবে। নির্দোষী প্রমাণিত হয়ে সে বেকসুর খালাস পায়। মামলা করতে গিয়ে দেখে, উকিলরা এখানে প্রচুর টাকা চাইছে। নিজেই অতঃপর 'ল' পড়ে প্র্যাকটিশ শুরু করে। এবং বিনা অপরাধে সন্ত্রাসবাদী নামে মিথ্যে জেলে যাওয়া মুসলিমদের জেল থেকে বের করে আনে। পরিচালক করণ জোহর ২০১০ এ ১১ই ফেব্রুয়ারি, খুন হয়ে যাওয়া সত্যিকার এক উকিলের জীবন নিয়ে এই বায়োপিক তৈরি করেছেন। যিনি সন্ত্রাসবাদী নামে চিহ্নিত মিথ্যে অভিযোগে জেলে যাওয়া মানুষকে জেলমুক্ত করে সন্তান ও পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেন। ইতিমধ্যে মরিয়মের সঙ্গে তার প্রেম হয়। মরিয়ম তারই ক্লায়েন্ট ছিল। সে এক সন্তান নিয়ে থাকে। মরিয়ামকে সে বোরখা পড়তে বলে মা'র কাছে যাবার সময়। যদিও মরিয়ম বোরখা করে না, স্বচ্ছন্দভাবে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বোরখা করা ধর্মবিশ্বাসী মাকে আঘাত দিতে চায় না সে।

'বোরকা : রবীন্দ্রনাথ ও রোকেয়ার ভাবনা' প্রবন্ধের লেখক জানান, বোরকা পরার প্রথাটি প্রাচীনকালীন। লেখক তুলিয়ান তার 'দ্য কিলিং অব ভার্জিন' গ্রন্থে, খ্রিঃ ২০০ শতকে আরবের প্যাগান মহিলাদের প্রশংসা করেছিলেন। কারণ তারা মাথায় ঢাকা দিত। ভূগোলবিদ স্তাবোও ওই সময় বলেন, পারস্যের মেয়েরা ওই ভাবে মুখ ঢেকে রাখত।[৭]

বোরখা কিন্তু সব মুসলিম মেয়েরা করে না। এক বিশেষ সময় পয়গম্বর বোর খা পরার নির্দেশ দেন। ওই একই প্রবন্ধে লেখক জানান, মদিনার ইহুদিদের সঙ্গে সহাবস্থানকালে একজন মুসলিম নারীর সম্মান হানি করে, ইহুদিদের কোনো একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোকে। —পয়গম্বর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং বলেন, হে পয়গম্বর! তোমার স্ত্রীদের ও কন্যাদের বল যে তাদের উপর যেন ওড়না (বক্ষাবরণী) ঢাকা দেয় (যখন তারা বাইরে যায়)। এটা অধিকতর শ্রেয় হবে, যাতে তারা (ইহুদি তা জানতে পারবে আর তার ফলে, তারা (মুসলিম নারীরা) অসুবিধেয় পড়বে না।[৮]

মরিয়ামের অবশ্য এটা ভাল লাগে না। কারণ সে বোরখা করে না, হিজাব পরে না। তবু মেনে নেয় একদিনের জন্য বোরখা পড়তে। বিয়ের পর পরই ২৬/১১-র বম্বে বিস্ফোরণ হয়, দোষী হয় ফারিন খান। শাহিদ ফারিন খানের সঙ্গে দেখা করে জেলে। ফারিনের সঙ্গে কথা বলে সে জানে, ফারিন নির্দোষ! ফারিনের হয়ে সে আসামী পক্ষের হয়ে বোম্বে হাইকোর্টে সওয়াল করে! বম্ব বিস্ফোরণের ছক কষা হয়ে ছিল কম্পিউটারে। কম্পিউটার শিক্ষককে তাই সাক্ষী হিসেবে আনা হয়। যোগেশ্বরীর কম্পিউটার শিক্ষক জানান, ফারিন তার কাছে শাহিল পাবাসকার নাম নিয়ে কম্পিউটার শিখতে এসেছিল! কম্পিউটার শিক্ষক যখন চিনতে পারেন না অন্য শিক্ষার্থীকে। শাহিদ সওয়াল করেন, সে ফারিনকে মনে রাখল কীভাবে রাতে তার কাছে ধমকি ফোন আসে। মা'র বাড়িতে গুন্ডার দল এসে শাহিদকে খোঁজে! বিমর্ষ শাহিদ বিয়ের পর স্ত্রী মরিয়মকে সময় দিতে পারে না চলচ্চিত্রে দেখানো হয়, একা খাওয়া, একা শোওয়া নিদ্রাহীন মরিয়মকে! আসন্ন ঝড়ের মুখে যেমন থমথমে হয় প্রকৃতি, সেই রকম থমথমে হয় মরিয়ামের চলচ্চিত্রায়িত মুখ। মামলার সাফল্য যত এগোয় ব্যক্তি সংকট ততই ঘনিয়ে আসে! মরিয়াম ভয়ঙ্কর খেপে যায়, স্যুটকেশ গোছায়, উনুনের চুলা থেকে বিছানা পর্যন্ত তার রাগ থৈ থৈ মথিত হয়। তার প্রশ্ন ফ্যামিলির দিকে তাকাচ্ছে না শহিদ, নিজের কথা ভাবছে না, চেহারার বিধ্বস্ত হালকে অগ্রাহ্য করছে! দোষী ফারিন খানের মামলায় আরো এগোয় শাহিদ;কোর্টের রঙ ও পকেটে থাকা কাগজের টুকরোর প্রমাণে।মা'র বাড়িতে গেলে, মোবাইলে ফোন আসে, খাওয়ার আগে তাকে কেসের নামে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর খুন হয় সে। শাহিদের লড়াই সম-অধিকারের দাবিতে, আইনের পথে। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে না পারলেও একটা উদাহরণ রেখে যায়। ফারিন নির্দোষী প্রমাণিত হয়। শাহিদের লড়াই একক; একক ভাবে, পাগলের মতো সমস্ত ভার একা নিয়ে সে লড়াই করে।[৯]

অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যায় ভারতে বহুনির্দোষী লোক জেলে গেছে। পরে তারা নির্দোষী প্রমাণিত হয়েছে, জেল থেকে ছাড়াও পেয়েছে, কিন্তু জীবনের অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে!

'কাশ্মীর বিজেপি ভারত' এর লেখক জানাচ্ছেন, ২০১২ পর্যন্ত ১১২ জন সিমি অভিযুক্তরা ৯৭ জন উচ্চ আদালত থেকে ছাড়া পায়। গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দির হামলায় মৃত্যু দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মুফতি কাইয়ুম ২০১৪ সুপ্রিম কোর্ট থেকে ছাড়া পান। ৪৭ জন সিমি বন্দির ক্ষেত্রেও এ ঘটনা ঘটে। [১০]

গ্রন্থের অন্যত্র লেখক জানান, সিমি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫ এপ্রিল, ১৯৭৭ এ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগের প্রধান মহম্মদ আহমদ উল্লাহ সিদ্দিকি। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়। সিমির সদস্যরা খেয়াল করেন, আর এস এস, বজরং দল, অভিনব ভারত এরাও ধর্মনিরপেক্ষ নয়।[১১]

ভারতবর্ষ যেন ক্রমশ 'হিন্দুর' দেশে পরিণত হচ্ছে এবং মুসলমানকে কারণে অকারণে দোষারোপ করা হচ্ছে। আমির খান সহ অনেকেই মুসলিম বলে আক্রান্ত হবেন কীনা এই চিন্তায় মগ্ন। অথচ ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দোষ, সংবিধানে এমনটাই বলা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের অধ্যাপিকা ছবি শাহি জানালেন, আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানে লেখা আছে, মুসলিম কান্ট্রি, কিন্তু তারা অনেক সেকুলার।[১২] 'সোনার খাঁচার দিনগুলো' প্রবন্ধে অন্যদিকে কাজী তামান্না লেখেন, দুর্গাপূজাকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা থেকে কেউ আমাদের কখনো বাধা দেয়নি, ধর্মের দোহাই তোলেনি। এমনকি আমরা দলবেঁধে বড়দের ধরে দশমীর দিন বিসর্জন পর্যন্ত দেখতে যেতাম। হিন্দু ধর্মের জাতপাতের যে বাছবিচার সেটা দুর্গাপূজায় মেনে চলা হয় না। মহালয়ার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ধর্মকে ছাড়িয়ে সকলের মনে আসন্ন উৎসবের মেজাজ তৈরি করতে সাহায্য করে। নানা রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় সিনেমা আসা বন্ধ হয়ে গেছে। *দেশ, আনন্দবাজার, আনন্দলোকে* প্রভৃতি পত্রিকাগুলো বিরাট কলেবরে যখন হাতে এসে পোঁছেছে, তখন কারও কি মনে হয়েছে জন্মসূত্রে সে কোন ধর্মাবলম্বী?[১৩]

ধর্মীয় নাম চিহ্নিত করে আজ বাংলাদেশিদের যে সমস্যা নেই, ভারতে কেন সেই সমস্যা বাড়ছে, সেটা বেশ চিন্তার! ধর্মীয় নাম গায়ে মেখে যা খুশি চলছে, রাষ্ট্র পর্যন্ত তার মদত দিচ্ছে এতো ভয়াবহ ঘটনা। ধর্ম নিয়ে উন্মাদনা আগেও ছিল না তা নয়। ১৯৮৪ সালে যখন ইন্দিরা গান্ধি খুন হন তখন, শিখ নিধন শুরু হয়েছিল। ৭৩ বছর বয়সী হুগলি জেলার অলকা বসু একটি সাক্ষাৎকারে জানান, সেসময় ব্যান্ডেল, কুন্তীঘাটের যত পাঞ্জাবী ছিল, তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল। অনেকেই মাথার পাগড়ি খুলে নিচ্ছিল। সতবন্ত আর বিয়ন্ত সিং যারা ইন্দিরা গান্ধিকে গুলি করেছিল, তাদের উপর রাগ গিয়ে পড়েছিল, দেশের সমস্ত পাঞ্জাবীর উপর। ভারতে অনেক পাঞ্জাবীকে খুন করছিল জনগণ। এবং 'পাঁইয়া' (পাঞ্জাবী>পাঁইয়া) দেখলেই মারধোর শুরু করছিল।[১৪] কারণ ছাড়াই মুসলমানকে এভাবে অত্যাচার করার পেছনে রাষ্ট্রের লাগাতার ভূমিকা গ্রহণে বলিউডের বিরোধিতা চমকে দেয়! 'শাহিদ' এমন একটি সিনেমা যেখানে মানুষের পক্ষে, মানবতার পক্ষ নিয়ে লড়াই হয়, কিন্তু সে খারাপ লোকদের গুলির শিকার হয়।

চতুর্থ অধ্যায় : 'পিকে'-এর যুক্তি ও দর্শন— রঙ নম্বরের তপস্বীজী

রাজকুমার হিরাণির 'পিকে'র মুক্তি ২০১৪। তপস্বীজীকে বিশ্বাস করে ঠকে নিরীহ ধর্ম ভীত মানুষ। ব্রাহ্মণ্যবাদ নিজের প্রয়োজন বুঝে জাতি ধর্মের বিভেদকে বাড়িয়েছে। সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে মানুষ কে নিজের ধর্মে অন্ধ করে তুলছে। কিন্তু ভিনগ্রহ থেকে কো মানুষ আসে তবে ভারতকে তার কেমন লাগবে। জগাখিচুড়ি ভাষা, বর্ণ, সত্য বলতে লজ্জা পায় আবার ধর্মের নামে লাগাতার নানারকম কারিগরি চালায়। এরা আসলে রঙ নম্বরের বাবাজী। ভিনগ্রহ প্রাণিটির বাড়ি ফেরার রিমোট হারিয়ে গেছে, তাই সে ভগবানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। সে শোনে, ভগবানের প্রার্থনায় সিদ্ধবস্তু লাভ হয়। মন্দির, মসজিদ, গির্জায় ভগবানকে পায় না। মাথায় দুধ ঢেলে, রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে, নামাজ পড়ে সে ঈশ্বরের দেখা পায় না। শিব সাজা একটি লোককে সত্যিকার শিব ভেবে রিমোট চায়। লোকটা তপস্বীজীর দরবারে লুকোয়। তপস্বীজীর কাছে সে তার রিমোটটা দেখে, এবং সেটা ফেরৎ চায়। তপস্বীজী জানায়, শিবের ডমরু ভেঙে এই অংশটি তার কাছে এসেছে। ইতিমধ্যে টিভি চ্যানেলে জগ্গু এটা দেখালে, পিকের পূর্বতন বন্ধু জানায়, সে চোরকে নিয়ে দিল্লি যাচ্ছে। তপস্বীজীকে সেই চোর ৪০ হাজার টাকায় বিনিময়ে রিমোট বিক্রি করেছিল। স্টেশনে ঢুকেই ট্রেনটিকে ব্লাস্ট করানো হয়। সুতরাং পিকের কাছে আর কোনও প্রামাণিক তথ্যই থাকে না। জগ্গু বেলজিয়ামে পড়ত, সর্‌ফরাজের সঙ্গে

তার প্রেম হয়; রেজিস্ট্রির দিন চার্চে সরফ্‌রাজ আসে না। জগ্গুর বাবা আবার তপস্বীজীর, ঘোরতর ভক্ত। তোকে তপস্বীজী বুঝিয়েছিল, মুসলমান মাত্রই ধোঁকাবাজ, সরফ্‌রাজ ও জগ্গু র প্রেম ভেঙে দেয় মুসলমান বলে!পিকের জিজ্ঞাসা বাদে সরফ্‌রাজ ও জগ্গুর আবার সম্পর্কে জোড়ে; ভুল বোঝাকে ঠিক করে। তপস্বীজী বুঝিয়েছিল সরফ্‌রাজ ভুল ছিল। এর আগে তপস্বীজী বোম্ব ব্লাস্টের জন্য মুসলমানকে দায়ি করেছিল; জানিয়েছিল গজনীর মতই মন্দিরের দেবতাকে কালাপাহাড় পিকে ধ্বংস করছে। পিকের বক্তব্য, প্রকৃত ভগবান মানুষ তৈরি করেছে, আর ভগবানের নামে 'ডর'কে পুঁজি করে দ্বিতীয় শ্রেণির ভগবানরা ব্যবসা করছে। মানুষ তাদের প্রার্থনা রঙ্ নাম্বারের গুরুর কাছে করছে। ভণ্ডসাধু রোজগারই আসল লক্ষ্য। ভক্তের প্রতি কোনো প্রেম তাদের নেই।এইরকম ভণ্ড সাধুর কথা লিখেছিলেন লেখক পরশুরাম। পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবা জানায়, 'তার বয়স পাঁচ হাজার, সূর্য চন্দ্র সব তার করায়াত্ত, অবশেষে সত্য নিবারণ সহ অনেকেই ঠগ বিরিঞ্চিবাবার মুখোশ উন্মোচন করে। যে বিরিঞ্চিবাবা গুরুপদবাবুর সম্পত্তি করায়াত্ত করতে এসেছিলেন, সত্য-নিবারনরা সেই পথে বাধা দেয়। রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম তাঁর 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে জানান, বিরিঞ্চিবাবা ভাঙেন কিন্তু মচকান না। বলিলেন— কেমন গুরুপদ, এখন আশা মিটল না তো? যে নাস্তিক তার দিব্যদৃষ্টি হবে কেন? তাই তোমার কপালে দেখা দিয়েও দিলেন না। শেষটায় মানুষের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করলেন।লেখক জানাচ্ছেন, 'সত্যব্রত বলিল, বিদ্রূপ বলে বিদ্রূপ-- বিরিঞ্চিবাবা হয়ে গেলেন জোচ্চর'।[১৫]

পিকের সওয়াল ছিল শিশুর মত। তাই সবাই তাকে 'পিকে' অর্থাৎ মদ খেয়ে আছে বলে। আসলে ধর্মমদ খায় তো ভন্ডের পাল্লায় পড়া সাধারণ মানুষ। পরিচালক রাজকুমার হিরানি ধর্ম ব্যবসায়ীদের দিকে তাই প্রশ্ন ছুঁড়েছেন।[১৬]

পঞ্চম অধ্যায় : ২০১৯-এ মহন্তজীর 'আর্টিকেল ফিফটিন'-এ ভোট কেনা

২০১৮-র সঞ্জুর সন্ত্রাসবাদী চিহ্নিত হয়ে জেলে যায়। সঞ্জয় দত্ত মুসলিম নার্গিস আর হিন্দু অভিনেতা সুনীল দত্তের ছেলে! এই পরিবারে বেড়ে ওঠা সঞ্জয় ছোট থেকেই নানান কুসঙ্গেও পড়ে। নার্গিসের ক্যান্সার সঞ্জয়কে টুকরো টুকরো করে দেয়। বাবা সুনীল দত্ত সঞ্জয়কে আগলানোর চেষ্টা করলেও কুসঙ্গ, বদনেশা থেকে মুক্ত করতে পারে না! ১৯৯৩-এর বম্বে বিস্ফোরণের মাথার সঙ্গে যোগ আছে বলে সন্ত্রাসবাদী চিহ্নিত করা হয় সঞ্জয়কে। জেলে যায় সে।পরে প্রমাণ করা যায় না তাকে, যে, সে সন্ত্রাসবাদী। মুসলিম মা ও হিন্দু বাবার ছেলে বলেই কি তাঁর এই অবস্থা! সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে যায়? বড় হওয়ার সময় কিছু অসামঞ্জস্য থেকে যায়! কিন্ত তার বোনদের এই সমস্যা হয় না। নাকি সে প্রতিভাবান বলে!ধূর্ত অসাধু প্রতারণার শিকার হয় সে। শেষ পরিণতি সন্ত্রাসবাদী বলে জেলে যাওয়া?[১৭]

আমির খান, শাহরুখ খান সকলেরই হিন্দু বউ। তবু নানা সময় তাদের ধর্মীয় কারণে নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছে ! আবার ২০১৯-এ 'আর্টিকেল-ফিফটিনে'র বিষয় জাত পাত হলেও মহন্তজী ভোটে দাঁড়ায়। কিন্তু যে পাশি জাতের (শূয়োর পালন করে যারা) ছায়া মারায় না তাদের সঙ্গে বসে খায় ভোটের প্রয়োজন। হিন্দু কাস্টইজমের বড় সমস্যা এখানে দেখানো হয়েছে। ছোটজাতের ছায়া মারায় যায় না, তাদের ভোটের সময় ব্যবহার করে ভোট কিনতে একটুও অসুবিধা হয় না মহন্তজীর।মহন্তজী গেরুয়া রঙের পোশাক পরেন।[১৮] এই ধরনের গেরুয়া-রঙীয়রা রাজতেন্ত্রর সময়ও রাজনীতিকে পরিচালনা করতেন।এখন এরা সরাসরি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার

ধন্যবাদ বলিউডের সেইসব পরিচালককে যারা, সাহস নিয়ে অন্য বলিউডি হয়ে, মিথ্যে সাজানো ঘটনার উপর আলোকপাত করে চলেছেন। তারা কেউই মুসলিম পরিচালক নন, হিন্দু। যদিও বলিউডে মুসলিম অভিনেতা অভিনেত্রী হিন্দু দেবদেবীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আর সংস্কারবাদী ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানেনি তা। আলোচিত পরিচালকরা প্রযোজনা করেছেন নিজে নিজেই। 'মাই নেম ইজ খান'-এ করণ-শাহরুখ-গৌরীর সঙ্গে, 'পিকে', 'সঞ্জু' তে রাজকুমার হিরানি, 'আর্টিকেল ফিফটনে' অনুভব নিজেই। মানবধর্মের কথা বলতে এরা বদ্ধপরিকর। সন্ত্রাসবাদকে দমন করা যায় শিল্প দিয়ে, সেই শিল্প, সমবেত হলেই সত্যের সৌন্দর্য গভীরে প্রোথিত হয়। ভারতে আগে ছিল ইংরেজের

সন্ত্রাস, ভারতীয়রা তার বিরুদ্ধে লড়েছে! সারা পৃথিবীতে ছিল যুদ্ধের সন্ত্রাস- শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এখন সমস্যা নিজেদের মধ্যেই। পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়িয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করলে মানবতার খুব লাভ হবে কি? দেশটা তো পেছবেই, আর্থিক উন্নয়ণকে ধামা চাপা দিয়ে!

আর একটা কথা, বাঙালির মাথা নাকি ঊর্বর, নন্দনচর্চাতে সে নাকি ভারতের সেরা! অথচ বলিউডের মত সাহস করে সে সিনেমা বানায় না কেন? কেন আসামের ৪০ লক্ষ গৃহহারা মানুষগুলো, এন ও সির নামে যারা বিতাড়িত, পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা ছড়ানোর চক্রান্ত টলিউডের সিনেমায় আসছে না! সেই কবে দেবী, জয় বাবা ফেলুনাথ আর গণশত্রু করে ধর্মের বিরুদ্ধে ক্যামেরা ধরেছিলেন সত্যজিত রায়, ২০০৯ এ অর্পণা সেন (মি.এণ্ড মিসেস আয়ার) তাঁদের সুযোগ্য উত্তরসূরীরা কই? অথচ টলিউডে নাকি দারুণ সব সিনেমা হচ্ছে! বেডরুমের বাইরে কি সে সব? মন ছাড়া বাঙালির আর কি কোনো সমস্যা নেই? শিবপ্রসাদ-নন্দিতা বাদ দিয়ে বাকিদের দায়বদ্ধতা নেই কেন? তারা কি ভয় পাচ্ছেন? বাঙালির চলচ্চিত্র কি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত পিছিয়ে গেল? এ প্রশ্ন থাকছেই।

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র, দীনবন্ধু, নীলদর্পণ, ডি. এম. লাইব্রেরি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১, পৃ. ১৩
২. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, কামিনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ৭৩৮
৩. ইসলাম, নজরুল, সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরি, প্রথম সংস্করণ, ১৯১০, পৃ, ৬০-৬১
৪. হালিম, সৈয়দ আব্দুল, মুসলিম আদর্শ ও কর্মের রূপান্তর, প্রকাশক, সৈয়দ মর্জিনা হালিম, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৯
৫. মাই নেম ইজ খান (httpswww.y pu.comwatchtv=qyjPxdLIuKO) ৭.৬.১৯
৬. হালিম, সৈয়দ আবদুল, মুসলিম আদর্শ ও কর্মের রূপান্তর, প্রকাশক, সৈয়দ মর্জিনা হালিম, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ. ২৯
৭. বসুহক, নবনীতা, রবীন্দ্রনাথ নারী সমাজ অর্থনীতি, প্রিটোনিয়া, প্রথম সংস্করণ ২০১২, পৃ. ৪২
৮. ঐ, পৃ. ৪২ ও ৪০
৯. শাহিদ, (www u tube.com/watch tw x18kGBWHWW), ২৮.৬.১৯
১০. হক, ইমানুল, কাশ্মির বিজেপি ভারত, দেশ প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, ২০১৯, পৃ. ৯৩
১১. ঐ, পৃ. ৯২
১২. সাক্ষাতকার : ছবি শাহি; সল্টলেক, কলকাতা ;বয়স-৪৭; শ্রেণিগত অবস্থান—মধ্যবিত্ত; শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর; পেশা-অধ্যাপক; ঠিকানা-ঢাকা, বাংলাদেশ; ১.৬.১৯. সন্ধ্যা ৭টা, গ্রহীতা-নবনীতা বসুহক
১৩. তামান্না, কাজী, সোনার খাঁচার দিনগুলো, (সম্পাদক—নবনীতা বসুহক, নেপথ্য নারীর নেপথ্য কথা), প্রিটোনিয়া, প্রথম সংস্করণ ২০১৯, পৃ-১৭৭
১৪. সাক্ষাৎকার: অলকা বসু (হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত); শ্রেণিগত অবস্থান--মধ্যবিত্ত; বয়স-৭৩; শিক্ষাগত যোগ্যতা--স্নাতক; পেশা—প্রাক্তন শিক্ষক; ঠিকানা-বলাগড়, হূগলি; ১৫.৬.১৯; রাত ৯. ৪০, গ্রহিতা-নবনীতা বসুহক
১৫. বসু, রাজশেখর, (পরশুরাম) বিরিঞ্চিবাবা, পরশুরামের গল্পসমগ্র, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃ. ১২০
১৬. পিকে, (https./www.u.tube.com/wgopzvjlq) ২৭.৬.১৯
১৭. সঞ্জু, (www.daily motion.com/video/x6), ২৮.৬.১৯
১৮. আর্টিকেল—ফিফটিন, অনুভব সিনহা, মনিস্কোয়ার; পি.ভি.আর; ২৯.৬.১৯